কলিকাতা হাইকোর্টে দেওয়ানি আপিলের ক্ষেত্রাধিণ

আপিল বিভাগ

সমক্ষে

মহামান্য বিচারপতি সৌমেন সেন
এবং
মহামান্য বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০২২ সালের এফ এ ২২
এর সঙ্গে
আই এ নং সিএএন ১ অফ ২০১৩ (পুরনো সিএএন ৪৮৫৭ অফ ২০১৩)
২০২২ সালের সি এ এন ২
২০২২ সালের সি এ এন ৩

অরবিট প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
বনাম
মেসার্স আলংকার ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড দিগর

আবেদনকারীর পক্ষে	:	শ্রী দেবনাথ ঘোষ, অ্যাডভোকেট শ্রী পুশান কর, অ্যাডভোকেট . শ্রী অরিত্র মুখার্জী, অ্যাডভোকেট, শ্রী সাগ্নিক মজুমদার, অ্যাডভোকেট, এস. ঘোষ, অ্যাডভোকেট মো. শ্রী অনন্যা দাস, অ্যাডভোকেট.
প্রতিবাদীদের জন্য	:	শ্রী রত্নাঙ্কো ব্যানার্জি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শ্রী সুমন দত্ত, অ্যাডভোকেট, শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, অ্যাডভোকেট শ্রী দ্বৈপায়ন বসু মল্লিক, অ্যাডভোকেট, শ্রী অর্ক প্রভ সেন, অ্যাডভোকেট, শ্রীমতি সোনি ওঝা, অ্যাডভোকেট। শ্রী এস বি চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট . শ্রী কনিস্ক কেজরিওয়াল, অ্যাডভোকেট .
শুনানি শেষের তারিখ	:	২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর
রায় দানের তারিখ	:	২০২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর

সৌমেন সেন, জে।: বকেয়া আদালত ফি জমা না দেওয়ার আবেদনটি খারিজ করার পাশাপাশি ঘাটতি আদালত ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনটি একসঙ্গে গ্রহণ করা হয় এবং এই সাধারণ আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নম্বর বিধির ১১ নম্বর আদেশের আওতায় মামলা খারিজ করার জন্য দাখিল করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আবেদন করা হয়।

মামলাটি ছিল ২০০৬-এর ১৫ ডিসেম্বরের একটি চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য, যা ২০০৭-এর ২১ নভেম্বরের একটি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছিল। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে আবেদনকারী/আবেদনকারী/উত্তরদাতা নং. ১ র দাখিলী বক্তব্য গ্রহন করে মাননিয় নিম্ন আদালত মামলাটী খারিজ করে দেন অভিযোগ দায়ের করার সময় কোন কারণ প্রকাশ করা হয় নি।

এই আবেদনটি প্রাথমিকভাবে এফএমএটি হিসাবে দাখিল করা হয়েছিল এবং এটিকে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এই ভিত্তিতে আবেদনকারী দ্বারা আদালত ফি বাবদ ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। দপ্তর এই আদালত ফি গ্রহণ করেছে এবং ২০১৩-র এফএমএটি ৫৮০ হিসাবে আবেদনটি নথিভুক্ত করেছে।

২০১৩-র সিএএন-১ (পুরাতন২০১৩-র সিএএন-৪৫৮৭) স্থগিতাদেশের আবেদনের সঙ্গে আপিলটি ২০১৪-র ১০ ডিসেম্বর একটি সমন্বয় বেঞ্চে তালিকাভুক্ত করা হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নিম্নলিখিত আদেশ জারি করা হয়েছেঃ

> *"যেহেতু, দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নম্বর বিধির ১১ নম্বর ধারার অন্তর্গত মামলা খারিজ করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়,আপিলটি ডিক্রী র বিরুদ্ধে তাই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা যেতে পারে।*
>
> *উপযুক্ত কোর্ট ফি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য আবেদনকারীকে অনুমতি দেওয়া হয় এবং অন্য পক্ষকে নোটিশ দিয়ে মামলাটি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়।*
>
> *আপাতত বিষয়টিকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক।(জোর দেওয়া হয়েছে)"*

উপরোক্ত আদেশ থেকে বোঝা যায় যে আদালতের ফি এবং অন্যান্য সংশোধনের জন্য, যেমন মামলার শ্রেণিবিন্যাসে পরিবর্তন, অর্থাৎ এফএমএটি থেকে এফ এ করার জন্য আপিলটি স্থগিত রাখা হয়েছিল।বর্তমানে আপিলটি প্রথম বিবিধ আপিলের পরিবর্তে প্রথম আপীল (এফএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন।১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের স্ট্যাম্প রিপোটারের সংশোধিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে আপিলটি ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে ৫৯৭ নম্বর এফ এ টি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।তবে, ২০২২-এর ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আদালতের ফি বাবদ ঘাটতি মেটানোর ব্যাপারে আবেদনকারী কোনও পদক্ষেপ নেননি। আপীলকারীকে আদালত ফি-র ঘাটতির কারণে আপীলটি বাতিলের জন্য বিবাদী/আবেদনকারীদের আবেদনপত্র প্রদানের পর.

সিভিল প্রসিডিউর কোড (সংক্ষেপে সিপিসি)-এর ১৪৯ ধারায় আদালত ফি-র ঘাটতি মেটানোর ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে।এই অধ্যায়টি নিম্নরূপ:

> *এস. ১৪৯। যে ক্ষেত্রে আপাততঃ বলবৎ আইন দ্বারা কোন নথির জন্য নির্ধারিত কোর্ট ফি সম্পূর্ণ বা তার কোন অংশ পরিশোধ করা না হয়, সে ক্ষেত্রে আদালত, স্ববিবেচনায়, যে ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ফি প্রদেয় হবে সেই ব্যক্তিকে, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করবার অনুমতি দিতে পারবে এবং এইরূপ*

পরিশোধের পর যে দলিল সম্পর্কে উক্তরূপ ফি প্রদেয় হবে তার একই বল ও কার্যকারিতা থাকবে, যেন উক্তরূপ ফি প্রথমেই পরিশোধ করা হয়েছে।

এই ধারাটি আদালতকে যে কোনও পর্যায়ে ক্ষমতা প্রদান করে। আদালত ফি প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হবে এবং কেবলমাত্র এই ধরনের অর্থ প্রদানের পর নথির একইভাবে প্রযোজ্য এবং প্রভাব থাকবে, যেন এই ধরনের ফি প্রথমেই প্রদান করা হয়েছে, যার অর্থ এটি ডকুমেন্ট উপস্থাপনের তারিখের সাথে সম্পর্কিত হবে, যা এই ক্ষেত্রঈমেমোরেন্ডাম ওফ আপীল (এমওএ)। সাধারণভাবে যখন একটি এম. ও. এ. পেশ করা হয়, তখন দপ্তরের পক্ষ থেকে তা খতিয়ে দেখা হয় এবং স্ট্যাম্প রিপোর্টারের রিপোর্ট সহ ত্রুটিহীন এম. ও. এ. উপযুক্ত বেঞ্চে পেশ করা হয়।এই ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প প্রতিবেদক আইন সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্য আবেদনটি ভুলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র ১০০ টাকা কোর্ট ফি সহ এম ও এ গ্রহণ করেছেন।এরপর মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চ আপিল গ্রহণ এবং স্থগিতাদেশ আবেদনের শুনানির পর্যায়ে এই ধরনের ত্রুটি লক্ষ্য করে উপরোক্ত নির্দেশ জারি করে।

এটা স্বীকার্য যে, প্রায় ৮ বছর ধরে আবেদনকারী ঘাটতি আদালত ফি আদায়ের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি।

২০২২-এর ৩০শে আগস্ট আমরা রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (এল অ্যান্ড ও এম) নির্দেশ দিয়েছি যে, ২০১৪-র ৮ই ডিসেম্বর এবং ২০২২-এর ২১শে মে পর্যন্ত বিষয়টি লজিমা আদালতে পেশ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে।২০২২ সালের পয়লা ডিসেম্বর রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এল অ্যান্ড ও এম)-এর পেশ করা রিপোর্টে এই বিষয়ে দপ্তরের সম্পূর্ণ উদাসীনএবং ও নিষ্ক্রিয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।স্ট্যাম্প রিপোর্টার এর সংশোধিত প্রতিবেদনটিকে ভুল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।২০১৪'র ১৮ই ডিসেম্বরের স্ট্যাম্প রিপোর্টারের সংশোধিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে 'অনিচ্ছাকৃতভাবে' ভুলের কথা স্বীকার করেছে এই দপ্তর।২০২২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি এফ এ সেকশনে নথিভুক্তির জন্য পাঠানো হয়।লজিমা আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন না করার জন্য দপ্তরের ব্যাখ্যায় আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই।

তবে, কর্তৃপক্ষের এই অবহেলার ফলে আবেদনকারী উপকৃত হবেন না।

আবেদনকারী উপরোক্ত আদেশে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানের কোন ও সময়সীমার না থাকার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং এই আদালতের আপিল বিভাগের রুলের অধ্যায় ৫ এবং ১৮ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের খামতির, যা অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

স্বল্পতার স্বার্থে এই নিয়মটি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

"১৮। (১) কোন উকিল বা পক্ষ যে আপীল স্মারকলিপিটি পেশ করতে চান, তার উপর ধার্য আদালত ফি-র পরিমাণ সম্পর্কে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকে, তা হলে তিনি তার প্রাপ্য আদালত ফি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য ট্যাক্সিং অফিসার হিসাবে রেজিস্ট্রার এর নিকট আবেদন করবেন এবং রেজিস্ট্রার তদনুসারে একটি আদেশ জারি করবেন এবং প্রয়োজনীয় সময়সীমা নির্ধারণ করবেন। যার দ্বারা কোর্ট ফি দিতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান না করা হলে মামলাটি আদেশের জন্য বিভাগীয় বেঞ্চে পেশ করতে হবে।

(২) স্ট্যাম্প রিপোর্টার, তাঁর নিকট উপস্থাপিত স্মারকলিপি সম্পর্কে যদি দেখেন যে, ডাকটিকিট যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়নি, তা হলে তিনি উক্ত ঘাটতি সম্পর্কে একটি নোট করবেন এবং যথাসম্ভব কম বিলম্বের মধ্যে অ্যাডভোকেট বা তা উপস্থাপিত পক্ষকে তা ফেরত দেবেন।যদি অ্যাডভোকেট বা পক্ষ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঘাটতি আদালত ফি সরবরাহ করে তা পুনরায় দাখিল করে, তবে স্ট্যাম্প রিপোর্টার স্মারকলিপিতে সেই বিষয়ে একটি নোট রেকর্ড করবে যা তখন গ্রহণ করা হবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন অ্যাডভোকেট বা পক্ষকে স্মারকলিপি ফেরত দেওয়া হলে তিনি প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি জমা দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রারের কাছে সময় চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। উক্তরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারীর পক্ষ হতে প্রদেয় কোর্ট-ফিস সম্পর্কে ভুল হওয়ার কারণে আদালত-ফিসের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তা হলে তিনি অতিরিক্ত কোর্ট-ফিস প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান না করা হলে, রেজিস্ট্রার বিষয়টি আদেশের জন্য বিভাগীয় বেঞ্চে উপস্থাপন করবেন।

(৪) যদি একটি স্মারকলিপি যা ধারা (২) এর অধীনে ফেরত দেওয়া হয় এবং ফাইল করার জন্য যেটির জন্য ধারা (৩) এর অধীনে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি তা পুনরায় ফাইল করা হয়, পর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত, সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, এটি সরাসরি রেজিস্ট্রার এবং সংস্থার কাছে উপস্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে এটির গ্রহণের জন্য একটি আদেশ পাস করতে পারেন বা আদেশের জন্য ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রাখতে পারেন, কারণ তার মতে, ধারা (৩) এ উল্লেখিত ভুলটি করা হয়েছে বা হয়নি

(৫) দফা (৩) অথবা দফা (৪)-এর অধীনে পুনঃদাখিল করা আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই অপর্যাপ্ততার ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি হলফনামা থাকতে হবে, যদি না দাখিল করা কাগজপত্রে দেখা যায় যে অপর্যাপ্ততা কোন ভুলের কারণে হয়েছে।

বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয় এবং চূড়ান্ত আদেশের জন্য আদালত ফি প্রদান না করার জন্য বিষয়টি লজিমা আদালত বা বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে আনেনি।

২০২২-এর ১৯শে জুলাই আবেদনকারী ঘাটতি আদালত ফি প্রদানে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি আবেদন দাখিল করেন।উক্ত আবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১৪-র ১০ই ডিসেম্বরের নির্দেশে আবেদনকারীকে যথাযথ কোর্ট ফি জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরে নোটিশের ভিত্তিতে বিষয়টি অন্য পক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।এই আদেশে কোর্ট ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি এবং আবেদনকারীকে ত্রুটি শুধরে নেওয়ার পরই আবেদনকারীকে আপীল করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী দেবনাথ ঘোষ বলেন, যেহেতু সমন্বয় বেঞ্চ কোনও সময়সীমা বেঁধে দেয়নি এবং ২০১৪'র ১০ই ডিসেম্বরের নির্দেশে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালত ফি জমা না দেওয়ার জন্য আবেদনটি খারিজ করার কোনও সংস্থান নেই এবং এই বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে যে অসাবধানতা এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে আদালত ফি সময়মতো কেনা হয়নি, তাই ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এবং আদালত ২০২২ সালের ২৫শে এপ্রিল জমা দেওয়া ঘাটতি আদালত ফি গ্রহণ করতে পারে।আবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে আভা অ্যালিকে প্রথমে আপিল পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, তবে পরবর্তী পরিবর্তনগুলি হয়েছে এবং বর্তমান

অ্যাডভোকেট হলেন সাগ্নিক মজুমদার।আবেদনকারীর আইন আধিকারিক শ্রী অজয় কুমার ফোগলাও করোনা মহামারীর সময় ২০২০ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এই সমস্ত কারণে বিলম্ব হয়েছিল।আরও বলা হয়েছে যে এই ধরনের ত্রুটিগুলি সম্পর্কিত বিষয়গুলি সাধারণত লাওয়াজিমা তালিকায় প্রয়োজনীয় আদালত ফি প্রদান সহ ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় তবে এই বিষয়টি কখনও লাওয়াজিমা তালিকায় উপস্থিত হয়নি।যার জন্য বিষয়টি এই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্বান অ্যাডভোকেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

এটি দাখিল করা হয়েছে যে বিলম্বটি অনিচ্ছাকৃত কারণ অ্যাডভোকেট সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে আদালতের ফি দিয়ে আপীল দায়ের করেছেন যা স্ট্যাম্প রিপোর্টার দ্বারা অপর্যাপ্ত বলে বলা হয়েছে যেমনটি প্রথম পৃষ্ঠার বিপরীতে তার দ্বারা করা আপিলের স্মারকলিপতে অনুমোদিত হয়েছে। প্রত্যাখ্যান করা আদেশটি দৃশ্যত খারাপ এবং আদালতের ফি জমা দিতে বিলম্বের জন্য আপিল খারিজ হয়ে গেলে আপিলকারী অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

আইনজীবী শ্রী সুমন দত্ত এবং শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জির সহায়তায় প্রবীণ কৌঁসুলি শ্রী রত্নানকো ব্যানার্জি আদালতে জানিয়েছেন যে, আবেদনকারী আপীল চালিয়ে যেতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আপীল চালিয়ে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় বা ইচ্ছা না থাকার জন্য আপীল ত্রুটিপূর্ণ রেখেছেন।এই আবেদনে বলা হয়েছে যে, আদালতের ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়টি আদালতের বিবেচনাধিন এবং যদি মনে হয় যে এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত, তা হলে আদালত এই ধরনের অসাধু মামলার পক্ষে এই ধরনের বিচক্ষণতা ব্যবহার করবে না।অধিকন্তু, এত বিলম্বের কারণে আবেদনকারীর পক্ষে মূল্যবান অধিকার অর্জিত হয়েছে।আবেদনকারী সীমিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি আদালত ফি জমা দেননি এবং এই ধরনের অপরাধমূলক অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি আদালত ফি গ্রহণ করা নাও হতে পারে।২০২১-এর এফএমএটি ৫৮০ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে ২০২১-এর ২ জানুয়ারি ১ নম্বর আবেদনকারীর অন্যতম ডিরেক্টর অরুণ সাঁখোলিয়ার করা আবেদনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) এবং জনতথ্য আধিকারিক, মাননীয় হাইকোর্ট, অ্যাপিলেট সাইড, কলিকাতা তাঁর একাধিক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, আবেদনকারী ত্রুটিগুলি দূর করেছেন কিনা এবং ঘাটতি আদালত ফি জমা দিয়েছেন কিনা, তাতে বলা হয়েছে যে ত্রুটিগুলি দূর করা হয়েছে কিন্তু আবেদনকারীর উকিলের দ্বারা অভিযোগের কপি জমা না দেওয়ার কারণে ঘাটতি আদালতের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা যায়নি।

সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে প্রশ্ন নম্বর (ক), (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (চ) এবং দপ্তরের পক্ষ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারি দেওয়া উত্তর নীচে দেওয়া হল।

প্রশ্ন (ক) আবেদনের ভুল সংশোধনের জন্য আবেদনকারী কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন? যদি তাই হয়, তা হলে বিস্তারিত জানান।উত্তরঃ হ্যাঁ, আবেদনকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

(গ) উপরের বর্ণিত আপীল দাখিলের সময় আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে কোর্ট ফি কত দিয়েছিল? উত্তরঃ ১০০ টাকা

(ঘ) ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ঠিক কত কোর্ট ফি দিতে হত?

(ঙ) আপীলকারীর দ্বারা উপরোক্ত বর্ণিত আপীল প্রাথমিকভাবে দাখিল করার সময় কোর্ট ফি-র সঠিক পরিমাণ কত ছিল?

(চ) আপীলকারী কর্তৃক ঘাটতি কোর্ট ফি হিসাবে অতিরিক্ত কত অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং তা প্রদানের তারিখ কি ছিল? উত্তরঃ এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, আবেদনকারীর নথিভুক্ত অ্যাডভোকেটকে অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সরবরাহ করার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ধরণের কোন আবেদন দপ্তরের কাছে জমা পড়েনি এবং এ সম্পর্কিত কোন তথ্য এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা যায় নি।

মিস্টার ব্যানার্জি বলেন যে, আবেদনকারী ২৯শে মার্চ, ২০২২ তারিখে ঘাটতি কোর্ট ফি মেটানোর আবেদন খারিজ করার জন্য প্রতিবাদীর আবেদনের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বিলম্ব ক্ষমা করে ঘাটতি কোর্ট ফি গ্রহণের জন্য ২০২২ সালের ১৯ জুলাই একটি আবেদন দাখিল করেছেন। এটি বলা হয় যে সীমাবদ্ধতার সময়সীমার বাইরে সময় বর্ধিত করা কোনো ক্ষেত্রেই ধারা ১৪৮ সিপিসি-তে নির্দিষ্ট সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে মোট 30 দিনের বেশি বাড়ানো যাবে না।এবং এমনকি এই ধরনের এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতকে পক্ষগুলির আচরণ বিবেচনা করতে হবে।

শ্রী ব্যানার্জি বক্তব্য রাখেন যে প্রায় আট বছরের বেশি সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় আদালত ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষে অব্যাখ্যাত গাফিলতি, অবহেলা এবং ব্যর্থতার কারণে আপিলটি কার্যকরিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি।আপিলটি বিলম্বেবের কারণেআবেদনকারীরা তাদের মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তিকে তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে না পারায় আবেদনকারীদের অযৌক্তিক অসুবিধা এবং অপূরণীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।শ্রী ব্যানার্জি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এলআরএস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার (১৯৯৫) ৫ এসসিসি ২৮৪-এ প্রকাশিত মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বুটা সিং (মৃত) মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

শ্রী ব্যানার্জির যুক্তির পরিপূরক হিসাবে শ্রী সুমন দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ কোর্ট ফি আইন, ১৯৭০-এর ধারা ৪-এর উল্লেখ করেছেন এবং বলেন যে আদালতের ফি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে আপিলটি নথিভুক্ত করা যাবে না এবং রেকর্ডে নেওয়া যাবে না।দাখিল করা হয় যে, ই-পেমেন্টের মাধ্যমে আদালতের ফি জমা দেওয়ার বিষয়টি আদালতের অনুমতি ছাড়াই ছিল এবং যে তারিখে উক্ত অর্থ জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই তারিখে আপীল গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।আদালতের অনুমতি নিয়ে এই ত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত মেমোরেন্ডাম অফ আপীল রেকর্ড করা যেত না। এটি দাখিল করা হয় যে এমনকি কোর্ট ফি গ্রহণ করলেও আপীল সংরক্ষণ নাও হতে পারে কারণ আবেদনকারী আপীলকারীকে এখনও আপীল না চালানোর এবং ত্রুটিগুলি দূর করতে প্রায় আট বছরের দীর্ঘ বিলম্বের জন্য আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে যার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5 এর অধীনে একটি পৃথক আবেদন করার প্রয়োজন হতে পারে। এই বিষয়ে শ্রী দত্ত ২০০৭ (৫) সিটিসি ২৮৩ অনুচ্ছেদে প্রকাশিত পি এম গোপালস্বামী বনাম সি সেনপাগাম এবং ২০০৫ (৫) সিটিসি ৪০১ অনুচ্ছেদে ১২, ১৩ এবং ১ অনুচ্ছেদে প্রকাশিত এস ভি অর্জুনরাজা বনাম পি বসন্ত মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।৯।

শ্রী দত্ত বলেন, সিপিসি-র ১৪৯ নম্বর ধারার আওতায় ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রহণযোগ্য।এ বিষয়ে শ্রী দত্ত মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের এ. নওয়াব জন দিগর বনাম ভি. এন. সুব্রামানিয়ামের ২০১২ (৭) এসসিসি ৭৩৮ অনুচ্ছেদ ৪৪, ৪৫ এবং ৪৬-এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

এই আবেদনের জবাবে বলা হয় যে, নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে ঘাটতি আদালত ফি গ্রহণ করা হলেও তা আপিলের সময়সীমা থেকে রক্ষা করবে না এবং আপিলের স্মারকলিপি উপস্থাপনের তারিখের সঙ্গে আপীলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত হবে না।

মিঃ দেবনাথ ঘোষ আবেদনকারীর আইনজীবী মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।মান্নান লাল বনাম ছোটকা বিবি, (মৃত)-এ এলআরেস বি শারদা শঙ্কর এবং অন্যান্য মামলায় যা. এআইআর ১৯৭১ এসসি ১৩৭৪-এ ১৯৭০ (১) এসসিসি ৭৬৯, এসসিআর ২৫৩, ১৯ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে।

বকেয়া আদালত ফি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এবং আইনি সংস্থান সম্পর্কে জানানোর আগে আমরা ২০২২ সালের ৪ নভেম্বরের আমাদের আদেশ এবং উপরোক্ত আদেশ অনুসারে আবেদনকারীর দাখিল করা সম্পূরক হলফনামা উল্লেখ করতে পারি।

২০২২ সালের ৪ঠা নভেম্বর জারি করা এই আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি হল:

ফার্স্ট অ্যাপিলেট সেকশনের সেকশন অফিসার একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, শ্রী অনিরুদ্ধ সিনহা এবং শ্রীমতি আভা অ্যালের নাম বকালতনামায় রয়েছে।তবে, শ্রী অনিরুদ্ধ সিনহা কর্তৃক সম্পাদিত কোনও বকালতনামা এই বিভাগে জমা নেই।১৮ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের ফাইলিং নম্বর এ-৬৭১২-এর অধীনে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট আভা অ্যালির কাছ থেকে কোনও আপত্তি না জানানোর পর শ্রী সাগ্নিক মজুমদার আবেদনকারীর পক্ষে আদালতে হাজিরা দেন।তবে, ২০২১ সালের শেষের দিকে শ্রীমতি আভা অ্যালির সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর বক্তব্য যে, আভা অ্যালি অনিরুদ্ধ সিনহাকে মামলাটি হস্তান্তরিত করেছেন, তা সঠিক নয়।আইনজীবী শ্রী দেবনাথ ঘোষ দাখিল করেছেন যে অনিরুদ্ধ ঘোষ এবং আভা অ্যালি অফিস ছেড়ে চলে গেছেন এবং আভা অ্যালির পক্ষে গৃহীত চিঠিটি ভুলক্রমে হয়েছে।এই মৌখিক বক্তব্য আবেদনের ১১ এবং ১৩ অনুচ্ছেদে দেএবংয়া বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।আমরা আবেদনকারীকে সেকশন অফিসারের দাখিল করা রিপোর্টের সঙ্গে পঠিত আবেদনের ১১ ও ১৩ অনুচ্ছেদে আপাত অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি হলফনামা দাখিলের সুযোগ দিচ্ছি।

সম্পূরক হলফনামায় আবেদনকারী নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

"আভা অ্যালি এবং অনিরুদ্ধ সিনহা একসঙ্গে ওকালতি করতেন এবং ৭সি, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কোলকাতা-৭০০০১ থেকে কাজ করতেন।শ্রীমতী আভা অ্যালি ২০১৪-র মার্চ মাস থেকে এই কার্যালয় থেকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।এরপরে, শ্রী অনিরুদ্ধ সিনহা ২৩ নভেম্বর এবং তার পর থেকে এই ঠিকানা থেকে কাজ বন্ধ করে দেন।২০২০-র মার্চ থেকে লকডাউন জারি করা হয় এবং কার্যালয়গুলি থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজ হচ্ছিল না।

৫.যেহেতু বর্তমান আবেদনটি ২০১৩ সালের, এবং শ্রীমতি আভা অ্যালির কাছ কোনও আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর পাওয়া যায়নি।আবেদনকারীর প্রাক্তন আইন আধিকারিক শ্রী অজয় কুমার ফোগলাও ২০২০ সালে আবেদনকারীর চাকরি ছেড়ে দেন।বিবাদীর কাছ থেকে ২০২২ সালের সিএএন নং ২ পাওয়ার পর, প্রতিবাদী বর্তমান অ্যাডভোকেট শ্রী সাগ্নিক মজুমদারকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বকালতনামা দাখিল করার অনুরোধ জানান।আবেদনকারীর অনুরোধে বর্তমান অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড ১৮. ০৪. ২০২২ তারিখে শ্রীমতি আভা অ্যালির কাছ থেকে হস্তান্তর নিয়েছেন।আমি উল্লেখ করছি যে, বর্তমান অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড উক্ত আবেদন দাখিলের সময় এই পেশায় যোগ দেননি এবং তাঁর নিয়োগের আগে পর্যন্ত তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না।

৬. উল্লিখিত আবেদনে দাখিল করা ভকালতনামা এবং কাগজপত্র এবং নথিগুলি পর্যালোচনা করার পরে এটি প্রকাশ্যে আসে যে প্রাথমিক ভ্কালতনামাটিতে একজন মিসেস আভা অ্যালি স্বাক্ষর করেছেন যদিও একই সাথে মিসেস আভা অ্যালি এবং শ্রী অনিরুদ্ধ উভয়ের নাম রয়েছে।আবেদনকারী তাঁদের অফিসের নথিপত্র তল্লাশী করেন এবং ১০-১২-২০১৪ তারিখে জারি করা একটি নির্দেশে আইনজীবী শ্রী অনিরুদ্ধ সিনহার নাম পাওয়া যায়।এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীর মনে হয়েছিল যে, জনাব অনিরুদ্ধ সিনহা, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডে শিক্ষিত অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করছেন।

৭। আমি উল্লেখ করছি যে, আবেদনকারী উক্ত আবেদনে বলেছেন এবং ১৮. ০৭. ২০২২ তারিখে বিরোধী পক্ষের হলফনামায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে, শ্রীমতি আভা অ্যালি প্রাথমিক অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড ছিলেন এবং তারপরে গাফিলতি এবং/অথবা ভুল ধারণার কারণে অ্যাডভোকেট শ্রী অনিরুদ্ধ সিনহার পক্ষে হস্তান্তর নেওয়া হয়েছিল। এই মাননীয় আদালত থেকে কোনো সুবিধা পাওয়ার বা উত্তরদাতাদের উপর প্রাধান্য পাওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই আপিলকারী এই ধরনের বিভ্রান্তি করেছেন।আবেদনকারী ইতিমধ্যেই কোর্ট ফি বাবদ সম্পুর্ন ৫০ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন এবং মাননীয় আদালতে আবেদন করেছেন, যাতে এই মামলার শুনানি মেধার ওপর ভিত্তি করে হয়।আবেদনের ১১ ও ১৩ অনুচ্ছেদে দেওয়া বক্তব্যের জন্য আবেদনকারী নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৮। উল্লেখ্য, উৎপল মজুমদার অ্যাডভোকেট এলএলপি ২০২১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে হেস্টিংস চেম্বার, ৭সি, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে কাজ করছে।

৯। যেহেতু, মিসেস আভা অ্যালে এবং মিস্টার অনিরুদ্ধ সিনহা উভয়েই অতীতে একই ঠিকানা থেকে কাজ করেছেন, যেখান থেকে উৎপল মজুমদার অ্যাডভোকেটস এলএলপি এখন কাজ করে।, মিসেস আভা অ্যালিকে সম্বোধন করা যোগাযোগগুলি, গ্রহীতা ক্লার্ক দ্বারা অসাবধানতাবশত "আভা অ্যালির জন্য" অনুমোদন সহ গৃহীত হয়েছিল।উল্লিখিত অনুমোদনটি ভুলবশত গ্রহীতা ক্লীকের দ্বারা করা হয়েছে কারণ মিসেস আভা অ্যালি, অ্যাডভোকেট ২০১৪ সালে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট রিসিভিং ক্লার্ক শ্রীমতী তেনুশ্রী জয়সওয়াল জানতেন যে, আইনজীবী শ্রীমতী আভা অ্যালি ৭সি কিরণ শঙ্কর রায় রোড থেকে কাজ করতেন।(জোর দেওয়া হয়েছে)

আবেদনকারী আইনজীবীর পরিবর্তন সম্পর্কে ভুল বিবৃতি দিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন এবং আবেদনে ‘অনিচ্ছাকৃত ভুল’-এর জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে তথ্য সাজিয়ে পরিস্থিতি বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।এই সম্পূরক হলফনামাটি বিলম্বের জন্য অন্যথায় অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সংগ্রহ এবং অলঙ্কৃত করার একটি মরিয়া প্রচেষ্টা।

আমাদের দৃষ্টিতে, ১৪৯ ধারা বাদীকে সুবিধামত সময়ে আদালতের ফি প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ অবাধ অধিকার দেয় না।এই আইনের ১৪৯ নম্বর ধারা কার্যকর করা হয়েছে।এটি কেবল আবেদনকারীকে এমওএ উপস্থাপনার পরে আদালতের ফি প্রদানের অনুমতি চেয়ে আদালতের অনুমতি চাইতে সক্ষম করে।. ঘাটতি আদালত ফি প্রদানের অনুমতি দেওয়ার এক্তিয়ার আদালতের বিচক্ষণতার উপর শর্তাধীন যে টি। সীমিত সময়ের মধ্যে আদালতের ফি পরিশোধ না করার জন্য আবেদনকারী আইনানুগ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন.

নবাব জনের মামলায় ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট ট্রায়াল কোর্টে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়।কোর্ট ফি-তে ঘাটতি সহ বিভিন্ন আপত্তির সঙ্গে এটি ফেরত দেওয়া হয়েছিল।বাদীরা ২০০২ সালের ৩রা মে আদালত ফি বৃদ্ধি এবং অভিযোগ ফেরত

পাওয়ার পর আদালতের দ্বারস্থ হতে বিলম্ব হলে তা ক্ষমা করার আবেদন জানিয়ে মামলার প্রতিনিধিত্ব করেন।ঘাটতি কোর্ট ফি-র কারণে আবার মামলাটি ফেরত দেওয়া হয়।২২শে জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে আদালতে দ্বারস্থ হয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ক্ষমা করার জন্য একটি আবেদনের সাথে ঘাটতি আদালত ফি সহ অভিযোগটি আবার উপস্থাপন করা হয়েছিল।নিম্ন আদালতের ফি প্রদানে বিলম্বের বিষয়টি ট্রায়াল কোর্ট আদালত মেনে নিয়ে ২০০৪ এর ৫ই অক্টোবর মামলাটি নথিভুক্ত করে।ট্রায়াল কোর্টের এই নির্দেশকে হাইকোর্টে রিভিশনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বাতিল করে মামলাটি ফাইল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।এই আদেশের বিরুদ্ধে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করা হয়।মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে আদালতের ক্ষমতা অনুযায়ী ১৪৯ ধারা সিপিসি-র আওতায় মামলার যে কোনও পর্যায়ে তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের ঘাটতি আদালত ফি প্রদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য আদালতের কর্তৃত্বকে বাধা দেয় না এবং কোনও সময়ের অবসান আদালতের এই ঘাটতি আদালত ফি প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বাধা দেয় না।যাইহোক, ধারা ১৪৯ সিপিসি-এর অধীনে এখতিয়ারটি বিবেচনার ক্ষেত্রাধিন এবং এটি ভালভাবে সুস্পষ্টভাবে স্থাপিত করা যে এর নিষ্পত্তিকৃত নীতি অনুসারে বিচারিক বিবেচনার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।মামলা মোকদ্দমার কোন এক পক্ষকে অন্যায্য সুবিধা প্রদান করার জন্য এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।ঘাটতি আদালত ফি সহ অভিযোগ উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তারপরে সীমাবদ্ধতার সময়সীমার বাইরে ঘাটতি আদালত ফি মেটানোর প্রয়াসের প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ঘাটতি আদালত ফি বিলম্বিত প্রদানের জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, কারণ এই ধরনের স্বজ্ঞাধিকার প্রয়োগের ফলে অবশ্যই বিবাদীদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা কিছুটা প্রভাবিত হবে।

তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যদি আমরা স্বীকার করি যে স্ট্যাম্প রিপোর্টারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী বিশ্বাস করেন যে যথেষ্ট আদালত ফি প্রদান করা হয়েছে, তবে, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট ছিল যে এমওএ অপর্যাপ্ত কোর্ট ফি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল।যেহেতু ঘাটতি আদালত ফি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হয়নি, তাই আবেদনকারীকে ঘাটতি আদালত ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিভাগ সীমাবদ্ধতার সময়কালের পরে ঘাটতি আদালত ফি গ্রহণ করতে পারে না।এই কারণে স্ট্যাম্প রিপোর্টার ২০২২ সালের ২১শে মে এর সংশোধিত প্রতিবেদনে বলেছেনঃ

> *"সংশোধিত প্রতিবেদন*
>
> *২০২২ সালের ২৭ এপ্রিল ৫০ হাজার টাকার কোর্ট ফি দাখিল করা হয়েছে।যা সময় সীমার বাইরে।মাননীয় আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে আপীল ফর্মে রয়েছে এবং আপীলটিকে যথেষ্ট স্ট্যাম্প দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।"*

বাস্তব এই যে, মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে এই বিষয়টি কখনও উত্থাপন করা হয়নি যে, ২০১৪-র ১০ই ডিসেম্বরের আদেশ জারি হওয়ার পর থেকে এই ধরনের জমা দেওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট না করেই ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত সময় শেষ হয়ে গেছে।

এটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সুস্পষ্ট গাফিলতি।তবে, রেকর্ড থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আদালতের ফি জমা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি নির্দিষ্ট সময় সীমা পার হওয়ার পর।

প্রাথমিক ভাবে ভুলটি স্ট্যাম্প রিপোর্টারের যিনি ৮ মে ২০১৩ এ তার দাখিল করা একটি ভুল রিপোর্টে বলেছেন যে, আবেদনটি যথেষ্ট পরিমাণে স্ট্যাম্প করা হয়েছে।২০১৪-র ১০ ডিসেম্বরের আদেশের ভিত্তিতে আপিলটি যথাযথভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তবে, সেই তারিখে ঘাটতি আদালত ফি ধার্য করা হয়নি।

আপিল সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে দাখিল করা যাবে না যদি এটি ঘাটতি আদালতের ফি দিয়ে দায়ের করা হয় এবং আদালতের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে প্রতিকার না করা হয়।

মিঃ দত্ত পশ্চিমবঙ্গ কোর্ট ফি আইন, ১৯৭০ এর ধারা ৪ উল্লেখ করেছেন যদিও এটি ধারা ৪ (২) দিয়ে শুরু হয় এতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি বাদী বা আপীলকারী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ফি বাবদ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান না করেন, তা হলে সেই অভিযোগ বা স্মারকলিপি বাতিল করা হবে এই শর্ত সাপেক্ষে অপর্যাপ্ত কোর্ট ফি প্রদান ্করা যেতে পারে।

মান্নান লাল (সুপ্রা)-এর ১৯ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে ঘাটতি আদালত ফি জমা দিতে বিলম্ব হলে তার কি প্রভাব পড়বে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

> *"১৯।আরেকটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে, হরি হর প্রসাদ সিং বনাম বেনি চাঁদ এআইআর ১৯৫১ একই বছরের সমস্ত ৭৯ একটি আপিলের স্মারকলিপি মামলার বিচার করে যা যথাযথ আদালত ফি-র অভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল।এবং আদালত ফি আইনের ৪ নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্মারকলিপিকে আপীল হিসাবে গণ্য করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়সেখানে বলা হয়েছেঃ*
>
> *এই আইনের ৪ নম্বর ধারা (অর্থাৎ কোর্ট ফি অ্যাক্ট) যদি নিজের অবস্থানে থেকে থাকে, তা হলে কোনও উদ্দেশ্যের জন্যই হাইকোর্ট স্ট্যাম্পবিহীন বা অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত আপিলের স্মারকলিপি গ্রহণ করতে পারত না..... কোডের ১৪৯ নম্বর ধারায় এমন কিছু নেই যা কোর্ট ফি অ্যাক্টের ৪ নম্বর ধারাকে বাতিল করে দেয়, এটি কেবল এই ধারাটি সেই সময়ের জন্য কার্যকরী হওয়াকে বিরত রাখে।যদি আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কোর্ট-ফি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ না করা হয়, তবে কোডের ১৪৯ ধারা কার্যকর থাকবে না এবং আদালতে অপর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত স্মারকলিপি দাখিল বা নথিভুক্ত করা যাবে না। স্ট্রাউডের মতে, একটি আইনি প্রক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়, এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আদালত মূল বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও বিষয়ে আদেশ দিতে পারে, বা তার মোকাবিলা করতে পারে, ততক্ষণ বিচারাধীন রয়েছে।*
>
> *২০. যখন কোর্ট ফি প্রদানে ঘাটতি পূরণ করা হয় এবং ডকুমেন্ট বা মেমোরেন্ডাম অফ আপীলকে সেই শক্তি ও কার্যকারিতা দিতে হয় যা যদি কোনও ঘাটতি না থাকত, তা হলে আপীলটিকে অবশ্যই ১৯৬২ সালের ১২ই নভেম্বর মুলতুবি বলে গণ্য করতে হবে।নগেন্দ্র নাথ বনাম সুরেশ মামলায়, যা অনিয়মিত আকারে উপস্থাপিত একটি আবেদনের বৈধতা সম্পর্কে ১৯০৮ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৮২ (২) ধারার ব্যাখ্যা প্রদান করে, পর্ষদ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদিও দেওয়ানি কার্যবিধিতে কোনও পক্ষের দ্বারা আপিল আদালতে কোনও আবেদনের কোনও সংজ্ঞা ছিল না যে কোনও অধস্তন বিচারপতির সিদ্ধান্ত বাতিল বা সংশোধন করতে বলে, তবে এটি শব্দটির সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে একটি আবেদন এবং এটি কোনও আপীলের থেকে কম নয় কারণ এটি অনিয়মিত এবং অযোগ্য ছিল।*

২১। সেই রায়ে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে আমাদের সামনে মামলাটি প্রস্তুত মামলাটি ধরে নিতে কোনও অসুবিধা হতে পারে না যে কোডের আদেশ ৪১, বিধি ১ অনুসারে একটি আপীল উপস্থাপন করা হয়েছিল কারণ আইনের এই বিধানে নির্ধারিত আকারে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করা প্রয়োজন।আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ফি যদি অপর্যাপ্ত হয়, তা হলে তা আপিলের স্মারকলিপি হতে পারে না এমন নয়, যদিও আদালত তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।যদি আদালতের আদেশে ফি-র ঘাটতি পূরণ করা হয়, তা হলে এটা ধরে নিতে হবে যে, ত্রুটি পূরণের তারিখ থেকেই এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে, তবে মূল উপস্থাপনার তারিখ থেকেই এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী দত্তের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ঘাটতি আদালত ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে তা ক্ষমা করার আবেদন মঞ্জুর করা হলেও সময়সীমার মেয়াদ রক্ষিত হবে না।

তবে, আদালতকে একই ধরনের মান, নির্দেশিকা এবং নীতি প্রয়োগ করতে হবে যা বিলম্ব ক্ষমা করার জন্য যে কোনও আবেদনকে পরিচালনা করবে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আদালত একটি বিবেচনাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করবে।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রী দত্ত উভয়েই দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৮ এবং ১৪৯ ধারা উল্লেখ করেছেন যে ৩০ দিনের সময়সীমা।দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৯-এর ১৪৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ২০০২-এর ১ জুলাই থেকে ১৩ নম্বর ধারা কার্যকর হবে ২০১৪-র ১০ ডিসেম্বর থেকে।যখন সমন্বয়কারী বেঞ্চ আবেদনকারীকে যথাযথ কোর্ট ফি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার অনুমতি দেয় এবং তারপর অপর পক্ষকে নোটিস দিয়ে মামলাটি অগ্রসর হতে পারে।

আমরা যদি সিপিসি-র ধারা ১৪৯-এ লিমিটেশন অ্যাক্টের ধারা ৫-এর অধীনে একটি আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি আমদানি করি তবে আদালতের নির্দেশ পালন না করার যথেষ্ট কারণ থাকলে বিচক্ষণতা প্রদান করা যেতে পারে।দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের-এর ১৪৯ ধারার আওতায় বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে 'পর্যাপ্ত কারণ এবং যুক্তি'-এর বিষয়গুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে।আদালত সাধারণত যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য একটি উদারপন্থী পন্থা অবলম্বন করে যখন বিলম্ব কোনো কৌশলী কৌশল, আন্তরিকতার অভাব, ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা বা আপিলকারীর পক্ষ থেকে অবহেলার কারণে না হয়। লিমিটেশন আইন একটি মৌলিক আইন এবং একটি পক্ষের উত্থানের বাধ্যবাধকতার অধিকারের উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে এবং একবার কোনও মূল্যবান অধিকার অন্য পক্ষের বিলম্বের যথেষ্ট কারণ দেখিয়ে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে একটি পক্ষের পক্ষে উদ্ভূত হলে বিশেষ করে যখন বিলম্ব সরাসরি সেই পক্ষের অবহেলা, ত্রুটি বা নিষ্ক্রিয়তার ফলে হয় তখন সেই অধিকারটি কেড়ে নেওয়া অযৌক্তিক হবে।উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে।তাহলেই ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব।যদি কোনও পক্ষ তার অধিকার এবং প্রতিকার অর্জনে সম্পূর্ণ অবহেলা করে থাকে, তবে তার আচরণের ফলে আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যবান অধিকার থেকে অন্য পক্ষকে বঞ্চিত করা সমানরুপে অন্যায্য হবে।[দেখুন. বলবন্ত সিং বনাম জগদীশ সিং ও অন্যান্য, ২০১০ (৮) এসসিসি ৬৮৫ সালে ব্রহ্মপাল ও অন্যান্য বনাম ভারত সরকার, ২০১৩ -এ প্রকাশিত।২০২১ সালে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি রিপোর্ট করেছে (৬) এসসিসি৫১২]

২০২১ (৫) এসসিসি ৩২১-এ শ্রীদেবী ডাটলা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য মামলায় একটি উদার এবং ন্যায়বিচার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করার পর বলা হয়েছিল যে আদালতকে সমানভাবে সংবেদনশীল হতে হবে যে "সফল বাদী চ্যালেঞ্জের অধীনে রায়ের ভিত্তিতে কিছু অধিকার অর্জন করেছেন এবং ব্যয় ছাড়া মামলার বিভিন্ন

পর্যায়ে অনেক সময় ব্যয় হয় নি। আরও বলা হয়েছে যে, 'পর্যাপ্ত কারণ' শব্দটি আপেক্ষিক, বাস্তবনির্ভর এবং প্রতিটি মামলার ঘটনা এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়া মামলাকারীর আচরণ (আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে) থেকে অনেকগুলি বর্ণ পাওয়া যায়।যাইহোক, সর্বজনীনভাবে যা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হ 'ল নীতিগতভাবে, আবেদনকারীকে অবশ্যই সদ্ভাবনা প্রদর্শন করতে হবে, অবহেলা করা উচিত নয় এবং এর ফলে যে বিলম্ব হয়েছে তা এমন হওয়া উচিত নয় যে এটি ক্ষমা করা অন্য পক্ষকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে।(এস রবীন্দ্র ভাট, জে)

আদালতকে উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ভারসাম্য পরিমাপ করতে হবে এবং এই নীতিটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির ছদ্মবেশে দেওয়া যাবে না।

সতর্কতার সঙ্গে এবং যথাযথ যত্ন ও দূরদর্শীতার সঙ্গে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের বহু সিদ্ধান্তে এই বিষয়ে যে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা মেনে নিয়ে আদালতকে বিচক্ষণতার সাথে, সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে দূরদর্শীতা প্রয়োগ করতে হবে।

যখন ঘাটতি কোর্ট ফি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে জমা করা হয় না, তখন বিলম্ব ক্ষমা করার জন্য আবেদন করার পর আদালতের অনুমতি নিতে হয়।আমরা যদি ২০১৪-র ১৮ ডিসেম্বরকে আবেদনের যথাযথ শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করি, তা হলে ২০১৫-র মার্চ মাসের শেষ নাগাদ আবেদনটি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কোনও প্রয়াস কোড়া হয় না।নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে ঘাটতি আদালত ফি প্রদান আপনা থেকেই আপিলের পুনরুত্থান ঘটাবে না, যদি না আদালত ঘাটতি আদালত ফি প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করে। সাধারণ নিয়মাবলীর অধীনে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিষয়টি মাননীয় বিভাগীয় বেঞ্চে উপস্থাপন করা উচিত ছিল।সংশ্লিষ্ট দপ্তর সম্পূর্ণ অবহেলার সঙ্গে এই বিষয়ে নির্ধারিত নিয়ম না মেনে কাজ করেছে।

একইভাবে আবেদনকারী দ্বারা ত্রুটি সংশোধন না করার জন্য সেও অবহেলার জন্য দায়ী। যদিও আদালতের নির্দেশ মেনে চলার জন্য কোনও বাহ্যিক সীমা নির্ধারণ করা হয়নি, তবে আবেদনকারীর আচরণে অধ্যবসায়ের অভাব রয়েছে।

কার্যালয়ের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয়তা আবেদনকারি দ্বারা ঘাটতি আদালত ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও শিথিলতা যোগ করে, যতক্ষণ না আবেদনটি খারিজ করার জন্য প্রতিবাদীর আবেদন আবেদনকারির নিষ্ক্রিয়তা ব্যাহত করে।

এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে যদি কোনও ভুল না হয় তবে আদালত কেবল আবেদনকারীর সুবিধার জন্য আদালতের ফি জমা দেওয়ার অনুমতি নাও দিতে পারে।

শ্রী ব্যানার্জি বুটা সিংয়ের উপর নির্ভর করেছেন (সুপ্রা) যেখানে আবেদনকারী ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির রায়ের অপেক্ষায় ছিলেন এবং এর জন্য সচেতনভাবে ঘাটতি আদালত ফি প্রদান এড়িয়ে গেছেন।

বুটা সিং-এ (সুপ্রা), এই বিষয়ে আইনটি ৯ অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তসার করা হয়েছে, যা এখানে নীচে উল্লেখ করা হলঃ

> *"৯. সংশ্লিষ্ট যুক্তিগুলি বিবেচনার পর প্রশ্ন ওঠে যে দাবীদারদের ঘাটতি আদালত ফি প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা।এটা সত্য যে ধারা ১৪৯ সিপিসি আদালতকে ক্ষমতা দেয় আপীলকারীকে কোর্ট ফি এর ঘাটতি পূরণ করার জন্য সময় দিতে যখন কোর্ট ফি আইনের অধীনে নির্ধারিত ফি এর সম্পূর্ণ বা কোন অংশ আপীল মেমোরেন্ডামে কোর্ট ফি প্রদানের জন্য(এমওএ) কিন্তু তা উপস্থাপন করার সময় অর্থ প্রদান করা হয়নি; তবে আদালতের ক্ষমতা বিবেচনার অন্তর্গত এবং এটি অধিকার নয়। সাধারণভাবে, ৪১ নম্বর বিধির ৯ নম্বর ধারার আওতায় আবেদনটি গৃহীত হওয়ার আগে আদালত এম ও এ-তে প্রয়োজনীয় ফি না*

দেওয়ার যথেষ্ট কারণ দেখানোর ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা অবলম্বন করবে।১৪৯ ধারা অনুযায়ী আদালতকে যে বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে, তা বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতার সামিল।আদালত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে বাধ্য নয় যদি না আবেদনকারী ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানে ব্যর্থতার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখান বা তার অর্থ প্রদানে তিনি প্রকৃতপক্ষে ভুল করেন।কেবল দারিদ্র্য বা অজ্ঞতা বা আপীল দাখিলের সময় আদালত ফি দিতে অক্ষম হওয়া ধারা ১৪৯ এর অধীনে প্রশ্রয়ের জন্য সর্বদা একটি ভাল কারণ নয়।আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত কারণে কোর্ট ফি ঘাটতি করার ভুল, আবেদনকারীর পক্ষে বিচার-বিবেচনার একটি কারণ হতে পারে।আপীলটি স্বীকার করার আগে এটি রেজিস্ট্রির দায়িত্ব আপীলকারী বা তার কৌঁসুলিকে নির্দেশ করা যে ঘাটতি কোর্ট ফি এমওএ-তে প্রদেয় এবং কোর্ট ফি প্রদানের জন্য কিছু যুক্তিসঙ্গত সময় দেওয়া যেতে পারে।প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য সমঝোতাপত্রটি ফেরত দেওয়া হবে।যদি ঘাটতি আদালত ফি মেটানো না হয় এবং সিপিসি-র ১৪৮ ধারার আওতায় বর্ধিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা না হয়, তবে বিলম্বের জন্য ক্ষমা না করা পর্যন্ত কোনও আপিল করা যাবে না।যদি পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার সুবিধার জন্য অপর্যাপ্ত কোর্ট ফি প্রদান করে, তবে এই ভুলটি সৎ উদ্দেশ্য নয়, এবং পক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদান করে নি ।এই পরিস্থিতিতে কোর্ট ফি এবং সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করার পরেও যদি কোর্ট ফি প্রদান না করা হয় এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে এমওএ উপস্থাপন করা হয়, তবে আদালত এমওএ প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা যথেষ্ট কারণ না দেখানোর জন্য বিলম্বের ক্ষমা করতে অস্বীকার করতে পারে।সুতরাং, আদালতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে এবং কেবলমাত্র ঘাটতি কোর্ট ফি মেটানোর জন্য পক্ষকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়।" পরবর্তী ক্ষেত্রে, এটি বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতার প্রয়োগ নয় বরং অযথা প্রশ্রয় দেওয়া।" (জোর দেওয়া হয়েছে) ""

এই ক্ষেত্রে এটি অনুধাবন করা যেতে পারে যে, আপীল করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাড়াই বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং ত্রুটিগুলি দূর করতে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অপরাধমূলক অবহেলা এবং নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে।আবেদনকারী এমন কোন দরিদ্র, গ্রাম্য, নিরক্ষর এবং অজ্ঞ ব্যক্তি নন যেখানে আদালত উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে।

আপীলকারীকে সীমাবদ্ধতার সময়ের বাইরে বকেয়া কোর্ট ফি জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি প্রার্থনা অবশ্যই সেই কারণগুলির দ্বারা সমর্থিত হতে হবে যা আপীলকারীদের আপিলের সাথে কোর্ট ফি প্রদান না করার জন্য বাধা দেয়।প্রাথমিকভাবে এবং সম্পূরক হলফনামায় বকেয়া কোর্ট ফি জমা দিতে না পারার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে এই পদ্ধতির মধ্যে সদিচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব ছিল এবং এই অনুরোধে প্রতারণা ছিল।যে কোনও পক্ষের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোর্ট ফি ধার্য করার ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য ধারণার অভাব সহ কৌঁসুলি বা মামলার বাদী পক্ষের সম্পূর্ণ অবহেলার বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের বিলম্ব ক্ষমা করে দেওয়া হয়,তবে বিলম্ব মাত্রাতিরিক্ত হলে তা করা হবে না।পরবর্তী পরিস্থিতিতে কুসংস্কারের মতবাদটি আকৃষ্ট হয় এবং এটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানায়।আমাদের দৃষ্টিতে দেওয়া ব্যাখ্যাটি মনগড়া এবং অবিশ্বাস্য। যদিও এই আবেদনপত্রটি বিলম্বের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা সমর্থিত নয়, তবে এই আবেদনপত্রটি কার্যত কোর্ট ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমা প্রার্থনার একটি আবেদন।

সন্তোষজনক কারণ প্রকাশ না করে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন করলে তা খারিজ হয়ে যাবে, কারণ এই ধরনের পরিস্থিতিতে আদালতের কোনও ছাড় দেওয়া উচিত নয়।অপ্রমাণিত ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া হলে আবেদনকারীর প্রতি আরও বেশি ক্ষতি ও অবিচার করা হবে এবং এর ফলে ন্যায়বিচারের অভাব দেখা দেবে।

এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যারা সতর্ক, আইন তাদের সহায়্তা করেএবং করে, এবং যারা তাদের অধিকার নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এদের নয়।

শ্রী ঘোষ ২০১৪ সালের ১০ই ডিসেম্বরের আদেশের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি, তাই আদালতকে ঘাটতি কোর্ট ফি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং যদি এই পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া না হয় তবে আপিলটি বাতিল করা উচিত।

১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের আদেশে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারীকে পুনরায় শ্রেণীবিন্যাসের পর যথাযথ কোর্ট ফি জমা দিতে হবে এবং তারপর থেকে যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে কোর্ট ফি দেওয়ার কোনও চেষ্টা করা হয়নি।

ধারা ১৪৮ এবং ১৪৯ এর বিধানগুলি প্রকৃত ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্যে এবং এমন নয় যেখানে একটি পক্ষ সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমাবদ্ধতার আইন এড়াতে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়া এড়িয়ে যায়।এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগের জন্য এগুলি হল পূর্বশর্ত।

৮ বছর পর দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৮ ধারার আওতায় সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ কোনও পক্ষই নিতে পারে না।যদিও ১৪৮ ধারার আওতায় আদালত নির্ধারিত সময়সীমা বাড়িয়ে অত্যাধিক ৩০ দিন করতে পারে, যদিও প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত বা মঞ্জুর করা সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই ধরনের বিলম্ব বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে অক্ষম হওয়ার যুক্তিসঙ্গত, পর্যাপ্ত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

এই ক্ষেত্রে, এমনকি যদি আমরা ধরেও নিই যে প্রাথমিক ভাবে কোর্ট ফি প্রকৃত ভুলের কারণে প্রদান করা হয় নি কিন্তু সীমাবদ্ধতার সময়ের মধ্যে বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি পরিশোধ না করার জন্য কোনো অজুহাত থাকতে পারের যখন ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে আপিলকারীর পক্ষে তা বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।আদালতের ফি জমা না দেওয়ার প্রাথমিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যা ছিল যা অবশ্য,পরিপূরক হলফনামায় পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছে পরে রেজিস্ট্রারের দাখিল করা প্রতিবেদনটি পিটিশনে করা বিভ্রান্তির সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে।

আমরা যদি এখন ঘাটতি কোর্ট ফি নিয়মিত করি, তা হলে আপীলকারী এই ধরনের ত্রুটির দ্বারা উপকৃত হবেন।এই ত্রুটিগুলি মারাত্মক এবং কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যার অভাবে আমরা বিলম্বকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

এই বিবেচনায়, আমরা আদালতের ফি জমা দিতে বিলম্ব করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

আমরা রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এল অ্যান্ড ও এম)কে নির্দেশ দিচ্ছি যে, স্ট্যাম্প রিপোর্টার এর জমা দেওয়ার তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে যেসব বিষয়ে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়া হয়নি, সেইসব বিষয়ে আপিল সাইড রুলের ৫ নম্বর অধ্যায় অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এই বিষয়ে কোনও গাফিলতি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্যে গাফিলতি হিসাবে গণ্য হবে এবং কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অবশ্যই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে স্ট্যাম্প রিপোর্টার এর কাছ থেকে রিপোর্ট চাইতে হবে এবং নিশ্চিত করতে

হবে যে এই ধরনের বিষয়গুলি উপরোক্ত নিয়মের ভিত্তিতে মোকাবিলা করা হয়।রেজিস্ট্রার এল ও এম-কে অবশ্যই উপরোক্ত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

এই নির্দেশ অবিলম্বে রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং রেজিস্ট্রার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এল এণ্ড ওএম) এর কাছে তা প্রতিপালনের জন্য পাঠানো হবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের সিএএন ৩ বকেয়া কোর্ট ফি জমা দিতে বিলম্বের ক্ষমার জন্য আবেদনটি খারিজ হয়ে গেছে যার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।এই অর্থ মধ্যস্থতাকারীদের সম্মানী বাবদ বরাদ্দ করা হবে। এই নির্দেশ অবিলম্বে এসএলএসএ-এর সদস্য সচিব এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মধ্যস্থতা কেন্দ্রের সদস্য সচিবকে জানানো হবে।

এই প্রেক্ষিতে ২০২২ সালের সিএএন-২এর আবেদন খারিজ করার আবেদন সফল হয়েছে।

জমা পড়া কোর্ট ফি চার সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

২০২২ সালের এফএ ২২ বাতিল করা হল।

আমার সম্মতি আছে।

(সৌমেন সেন, জে)

(সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.